সবকটি কুঁড়ি যেন ফুল হয়

লক্ষ্যভেদ

Liver Foundation
West Bengal

কতদিন প্রশিক্ষণ - কোথায়, কারা দেবেন ?

প্রশিক্ষণ হবে নির্ধারিত সময়ে সিউড়ি শহরে। জায়গা পরিবর্তন হলে আগে জানানো হবে। প্রশিক্ষণ দেবেন জেলার ও জেলার বাইরের লব্ধ প্রতিষ্ঠ এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকারা। পাঠরত ছাত্ররা (আগের বছরের সফল প্রতিযোগী) এসে প্রেরণা এবং পদ্ধতিগত উপদেশ দেবেন।

ক্লাস ছাড়া আর কি আছে ?

একটি গ্রন্থাগার আছে - প্রয়োজনীয় অবশ্য পাঠ্য এবং উপকারী বই নিয়ে। সেখানে বসে পড়া যাবে। গ্রন্থাগার সপ্তাহে ছয়দিন খোলা থাকে।

কিভাবে আবেদন করতে হবে ?

ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে 'লক্ষ্যভেদ' অফিস থেকে। জেলার স্কুল-কলেজে তা জানানো থাকবে। মাধ্যমিকের প্রত্যয়িত মার্কশীট, প্রধান শিক্ষকের শংসাপত্র সহ জমা দিতে হবে।

পরীক্ষা ঃ

দশম শ্রেণীর মান অনুযায়ী চারটি বিষয়ের উপর পরীক্ষা হবে।

১) পদার্থবিদ্যা - ২৫ নম্বর (MCQ)
২) রসায়ন - ২৫ নম্বর (MCQ)
৩) অঙ্ক - ২৫ নম্বর (MCQ)
৪) জীববিদ্যা - ২৫ নম্বর (MCQ)

} সকল পরীক্ষার্থীদের জন্য

পরীক্ষা হবে সবমিলিয়ে দেড় ঘন্টার। পরীক্ষার সময় ক্যালকুলেটর ও মোবাইল ফোন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে থাকবে না। প্রথম ১০০ জনকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। (মৌখিক পরীক্ষা ৪০ নম্বরের)

শিক্ষণের মাধ্যম ঃ

সর্বভারতীয় পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে মাধ্যম হবে ইংরাজী। কিন্তু ছাত্রস্বার্থে প্রথমদিকে বাংলা ও ব্যবহৃত হবে।

বীরভূম জেলায় সদর শহর ছাড়া অন্যত্র সামগ্রিক ভাবে পেশাগত শিক্ষার আধুনিক সুযোগ বড়ই অপ্রতুল। লিভার ফাউন্ডেশন তাই কৃতার্থ মনে করে জেলা প্রশাসন আহূত এই উদ্যোগে সামিল হতে পেরে। সামনের বছরগুলোতেও আমরা এটা চালিয়ে যেতে চাই। মানবোন্নয়নের পথে উন্নত, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন ও ইঞ্জিনিয়ার সম্পন্ন মানুষ হিসাবে চিকিৎসক উঠে আসুক বীরভূমের মাটি থেকেই - এই আমাদের প্রত্যাশা।